সংবাদ

1-4-MAY-2008

‍ুল ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

‍াত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত

‍িনিধি, সুনামগঞ্জ

‍ামগঞ্জ শহরতলির বুড়িস্থল সরকারি
‍মিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে
‍াকাবাসী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।
‍যোগ পাল্টা অভিযোগ, পাল্টা সংবাদ
‍মলনে একপক্ষ অন্যপক্ষকে অভিযুক্ত
‍ছে। কমিটি গঠন ও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট
‍য়ে তারা কোন্দলে জড়িয়ে পড়ায়
‍হ্যবাহী ওই স্কুলের পড়া-লেখা বিঘ্নিত
‍হ বলে গ্রামের লোকজন অভিযোগ করেন।
‍ংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ ও
‍ন্ন দপ্তরে পাঠানো অভিযোগে দেখা যায়,
‍স্থল গ্রামের ঐতিহ্যবাহী বুড়িস্থল সরকারি
‍মিক বিদ্যালয়ের ২০০২ সালের ম্যানেজিং
‍টির সহ-সভাপতি আজমল হোসেন ও
‍র প্রধান শিক্ষিকা রায়হানা হক কুনু বিভিন্ন
‍ণে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। তাদের এই দ্বন্দ্বে
‍মিটির অন্যান্য সদস্যরাও জড়িয়ে পড়ায়
‍র পড়ালেখার মান নিম্নমুখী হচ্ছে।

‍প্রতি একপক্ষ সহ-সভাপতি আজমল
‍সনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করে।
‍দুর রউফ লিখিত বক্তব্যে জানান,
‍বশালী আজমল হোসেনের চক্রান্তের
‍ণে বিদ্যালয়টি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।
‍মল হোসেন বিদ্যালয়ের সভাপতির
অসুস্থতার কারণে স্কুলের নলকূপের ২৫টি মূল্যবান লোহার পাইপ বিক্রি করে দেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে বিভিন্ন সময় কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন বলেও জানানো হয়। নতুন কমিটিতে আজমল হোসেন থাকতে পারবে না বলেই অপপ্রচার ও স্কুল ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করা হয়। তারা এ থেকে মুক্তি পেতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এদিকে এ সংবাদ সম্মেলনের প্রতিবাদে স্কুল মাঠে পাল্টা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন অভিযুক্ত আজমল হোসেন। সেখানে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়- শিক্ষিকা রায়হানা হক কুনুর অনিয়ম, দুর্নীতির কারণে স্কুল আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে। তিনি স্কুলে পাঠদানের পরিবর্তে টেলিভিশন দেখে সময় কাটান বলে অভিযোগ করা হয়। আগে স্কুলের পড়া-লেখার মান ভাল থাকলেও এখন প্রধান শিক্ষিকার অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও অমনোযোগিতার কারণে স্কুলের পড়া-লেখার মান নিচে নেমে গেছে। তিনি অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষিকা স্কুলের নলকূপের লোহার পাইপ বিক্রি করে এখন তার ওপর এর দায় চাপাতে চাইছেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন অনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত বলে জানানো হয়।